গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

একুশে পদকসংক্রান্ত নীতিমালা

(২০১৯ পর্যন্ত সংশোধিত)

মুদ্রণ
নভেম্বর ২০১৯

একুশে পদকসংক্রান্ত নীতিমালা

(২০১৯ পর্যন্ত সংশোধিত)

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ

নভেম্বর ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

www.moca.gov.bd

নং-৪৩.০০.০০০০.১২৪.২৩.১৪৪.১৯.৬৯৬ তারিখ : ২৬ নভেম্বর ২০১৯

বিষয় : একুশে পদক সংক্রান্ত নীতিমালা।

কোনো ব্যক্তি (জীবিত/মৃত), গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাকে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সরকার একুশে পদকে ভূষিত করিতে পারেন :

১.০১ ভাষা আন্দোলন

১.০২ শিল্পকলা (সংগীত, নৃত্য, অভিনয়, চারুকলাসহ সকল ক্ষেত্র)

১.০৩ মুক্তিযুদ্ধ

১.০৪ সাংবাদিকতা

১.০৫ গবেষণা

১.০৬ শিক্ষা

১.০৭ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

১.০৮ অর্থনীতি

১.০৯ সমাজসেবা

১.১০ রাজনীতি

১.১১ ভাষা ও সাহিত্য এবং

১.১২ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে-কোনো ক্ষেত্র।

২। বিদ্যমান নীতিমালাতে উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ অনুযায়ী প্রাথমিক মনোনয়ন প্রস্তাব আহ্বান করা হইবে। তবে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিবেচ্য ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার বিশেষ অবদান থাকিতে হইবে এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে চরিত্র গুণ ও দেশাত্মবোধে তাঁহাকে অনবদ্য হইতে হইবে। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক জীবনের/সময়ের কৃতিত্ব (Lifetime Achievement) সর্বাধিক গুরুত্ব পাইবে।

৩। পদকের সংখ্যা ২১ (একুশ) হইবে এবং কেবল বাংলাদেশের নাগরিক/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা একুশে পদক পাওয়ার যোগ্য হইবেন। তবে সরকার ইচ্ছা পোষণ করিলে কোনো বৎসর এই পদক প্রদানের সংখ্যা বা ক্ষেত্রের হ্রাস বা বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং বিবেচনামতে যে-কোনো যোগ্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদকের জন্য চূড়ান্ত মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে।

৪। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৭১২.২২.০০৫.১৯.১৮, তারিখ: ১৪ই নভেম্বর ২০১৯-এর মাধ্যমে জারিকৃত জাতীয় পুরস্কার/পদক সংক্রান্ত নির্দেশাবলির আলোকে একুশে পদক হিসাবে ১৮(আঠারো) ক্যারেট স্বর্ণ নির্মিত ৩৫(পঁয়ত্রিশ) গ্রাম ওজনের স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক, পদকের একটি রেপ্লিকা, ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা এবং একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করা হইবে। পদকপ্রাপ্তদের দেয় সম্মাননাপত্র সংলাগ-'গ' নমুনানুসারে হইবে।

৫। একুশে পদক প্রদানসংক্রান্ত বাছাই সাব-কমিটি নিম্নরূপ হইবে :

(ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী - সভাপতি
(খ) সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সদস্য
(গ) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় - সদস্য
(ঘ) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় - সদস্য
(ঙ) মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি - সদস্য
(চ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নিচে নয়) - সদস্য

কার্যপরিধি :

(i) কমিটি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাছাই করিয়া প্রাথমিকভাবে মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন করিবে।

(ii) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কমিটি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদনের বিবরণসংবলিত তালিকা কাগজাদিসহ আবশ্যিকভাবে জানুয়ারি মাসের ৩য় সপ্তাহের মধ্যে জাতীয় পুরস্কারসংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে প্রেরণ করিবে।

৬। একুশে পদক প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৬.০১ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতি বৎসর আগস্ট মাসের মধ্যে পরবর্তী বৎসরের একুশে পদকের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করিয়া সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইতঃপূর্বে স্বাধীনতা পুরস্কার/একুশে পদকপ্রাপ্তদের নিকট পত্র প্রেরণ করিবে। একুশে পদক প্রাপ্তির উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের প্রস্তাব/মনোনয়ন বিষয়ে যাবতীয় তথ্য বহুল প্রচারের জন্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রেস রিলিজ আকারে প্রকাশ করা হইবে। ইহাছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এই সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ করিতে হইবে।

৬.০২ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ নিজ নিজ কার্যসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এবং জেলা প্রশাসক, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর/সংস্থা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ইতঃপূর্বে স্বাধীনতা পুরস্কার/একুশে পদকপ্রাপ্তগণ নির্ধারিত যে-কোনো ক্ষেত্রে পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব করিতে পারিবে/পারিবেন।

৬.০৩ পদকের জন্য প্রস্তাব ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংলাগ-'ক' এবং প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার ক্ষেত্রে সংলাগ-'খ'-তে প্রদত্ত ছক অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া অক্টোবর মাসের মধ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পৌঁছাইতে হইবে।

৬.০৪ প্রস্তাবক পদকের জন্য তাঁহার প্রস্তাবিত সুধীর অনধিক ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত (জীবনবৃত্তান্তে বর্ণিত তথ্য সঠিকতার প্রমাণপঞ্জিসহ) এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রত্যয়নপূর্বক ছক সংলগ্ন করিবেন।

৬.০৫ জাতীয় পুরস্কারসংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একুশে পদক মনোনয়ন বাছাইসংক্রান্ত সাবকমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত প্রাথমিক তালিকা বিবেচনা করিয়া উক্ত তালিকা হইতে অথবা মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনায় উপযুক্ত ব্যক্তি (জীবিত বা মৃত)/প্রতিষ্ঠানের নাম চূড়ান্তভাবে বাছাই করিবার পর তাহা অনুমোদনের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিবেন।

৬.০৬ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বেতার, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তি (বর্গ)/ প্রতিষ্ঠান(সমূহ) -এর নাম প্রকাশ করা হইবে। তৎপূর্বে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্বাচিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সহিত (মরণোত্তর পদকের ক্ষেত্রে যে-কোনো যোগ্য উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধির সহিত) যোগাযোগ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে পদক গ্রহণসংক্রান্ত সম্মতিপত্র সংগ্রহ করিবে।

৬.০৭ পদকের জন্য নির্বাচিত কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান পদক গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইলে বা তিনি নির্দিষ্ট তারিখে পদক গ্রহণ করিবেন মর্মে কোনো সুনিশ্চিত মতামত পাওয়া না গেলে তাহা অবিলম্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অবহিত করিতে হইবে। উক্ত নির্বাচিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান (সমূহ)-এর নাম পদকপ্রাপ্তদের চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবে না বা তাঁহার/তাঁহাদের নাম পদকপ্রাপ্ত হিসাবে ঘোষণা করা হইবে না।

৬.০৮ যে বৎসর একুশে পদকের জন্য ব্যক্তিবর্গ/ প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ করা হইবে সেই বৎসরেই মহামান্য রাষ্ট্রপতি/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদক প্রদান করিবেন।

৬.০৯ পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগদানকারী পদক প্রাপক অথবা উপ-অনুচ্ছেদ ৬.০৯ ও ৬.১০-তে বর্ণিত ব্যক্তিগণ স্বীয় আবাসস্থল হইতে পদক বিতরণী অনুষ্ঠানস্থল (বিদেশে অবস্থানকারীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাস) পর্যন্ত যাতায়াত বাবদ রেল, স্টিমার বা সড়কপথে ভ্রমণের জন্য প্রথম শ্রেণির প্রকৃত ভাড়া, বিমানে ভ্রমণের জন্য ইকোনমি শ্রেণির প্রকৃত ভাড়া এবং সরকার নির্ধারিত হারে সর্বোচ্চ তিন দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হইবেন। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/মিশন প্রধান এই দাবি পরিশোধের ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপ পরিশোধিত অর্থ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ হইতে সমন্বয় করা হইবে। ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতার হার দ্রব্যমূল্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সরকার সময় সময় পুনঃনির্ধারণ করিবে।

৬.১০ মরণোত্তর পদক প্রদানের ক্ষেত্রে এবং যে-সকল ক্ষেত্রে পদক প্রাপক অনিবার্য কারণবশত পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে অপারগ, সে-সকল ক্ষেত্রে পদক প্রাপকের স্ত্রী বা স্বামী অথবা যথাযথ উত্তরাধিকারী পদক গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

৬.১১ যদি পদক প্রাপক অথবা মরণোত্তর পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তির যথাযথ উত্তরাধিকারী এমন কোনো দেশে অবস্থান করেন যেখানে বাংলাদেশের দূতাবাস রহিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে পদক বিতরণী অনুষ্ঠান দূতাবাসে অনুষ্ঠিত হইবে এবং দূতাবাস-প্রধান পদক প্রদান করিবেন। পুরস্কারের অর্থ দূতাবাস কর্তৃক পদক প্রাপককে প্রদান করা হইবে এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দূতাবাসকে উক্ত অর্থ পুনর্ভরণ করিবে।

৬.১২ কোনো পদক প্রাপক বা মরণোত্তর পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তির যথাযথ উত্তরাধিকারী এমন কোনো দেশে অবস্থান করেন যেখানে বাংলাদেশের দূতাবাস নাই, সেই ক্ষেত্রে বিমাকৃত ডাকযোগে অথবা অন্য কোনো অনুমোদিত পদ্ধতির মাধ্যমে পদক তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হইবে। পুরস্কারের অর্থ বাংলাদেশি মুদ্রার বিনিময় হারের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রায় অথবা ইউ.এস. ডলার/পাউন্ড স্টার্লিং-এ প্রদান করা হইবে।

৬.১৩ কোনো পদক প্রাপক বা মরণোত্তর পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তির যথাযথ উত্তরাধিকারী পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে সক্ষম না হইলে তিনি পদকটি বিমাকৃত ডাকযোগে অথবা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁহার নিকট প্রেরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

৬.১৪ কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য মৃত ব্যক্তিকে চূড়ান্তভাবে (মরণোত্তর) মনোনীত করা হইলে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে পদক গ্রহণের জন্য যদি তাঁহার যথাযথ উত্তরাধিকারী খুঁজিয়া পাওয়া না যায় সেই ক্ষেত্রে ঘোষিত পদকটি সংরক্ষণের জন্য সাধারণভাবে জাতীয় জাদুঘরে প্রেরণ করা হইবে। তবে, কোনো

সময় পদকপ্রাপ্ত মৃত ব্যক্তির সহিত ব্যক্তিগতভাবে বা পেশাগতভাবে সংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠান/সংস্থা উপযুক্ত বিবেচিত হইলে ঘোষিত পদক, অর্থ ও সম্মাননাপত্র সেই প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে প্রদান করা যাইবে। প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রধান কিংবা উহার মনোনীত প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া পদক গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৬.১৫ একুশে পদকের জন্য সাব-কমিটি কর্তৃক মনোনীত সুধীবৃন্দ/ প্রতিষ্ঠানের নাম জাতীয় পুরস্কারসংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে প্রেরণের পর যে-সকল সুধী/প্রতিষ্ঠান ঐ বছর একুশে পদকপ্রাপ্ত হইবেন না, তাঁহাদের নাম পরবর্তী বৎসরে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা যাইবে।

৭। এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হইতে ইতঃপূর্বে জারিকৃত একুশে পদকসংক্রান্ত সকল নির্দেশাবলি/নিয়মাবলি/ নীতিমালা এতদ্বারা বাতিল/সংশোধন করা হইলো।

ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংলাগ-ক

একুশে পদকের জন্য প্রস্তাবিত ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য ছক

দুই কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজ এবং দুই কপি স্ট্যাম্প সাইজ ছবি

১। প্রস্তাবকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থা/ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/ ব্যক্তির নাম, পদবি, ঠিকানা এবং টেলিফোন/ ফ্যাক্স নম্বর :

২। একুশে পদকের জন্য প্রস্তাবিত ব্যক্তির নাম :
পিতার নাম: মাতার নাম:

জন্মতারিখ: নিজ জেলা:

৩। প্রকৃত জন্মস্থান (জন্মস্থান নিজ জেলার বাহিরে হইলে) :

৪। স্থায়ী ঠিকানা (টেলিফোন/ ফ্যাক্সসহ) :

৫। বর্তমান ঠিকানা (টেলিফোন/ ফ্যাক্সসহ) :

৬। শিক্ষাগত যোগ্যতা :

ক্রমিক	শিক্ষার স্তর	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	শিক্ষাজীবনের বিশেষ কৃতিত্ব (যদি থাকে)
১.	প্রাথমিক বিদ্যালয়		
২.	এসএসসি/ সমমান		
৩.	এইচএসসি/ সমমান		
৪.	স্নাতক/ সমমান		
৫.	স্নাতকোত্তর/ সমমান		
৬.	উচ্চতর ডিগ্রি		
৭.	উল্লেখযোগ্য অন্য কোনো সার্টিফিকেট/ ডিপ্লোমা		

৭। সামাজিক/ সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ:

ক্রমিক	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকিলে পদের নাম ও সময়কাল	বিশেষ কৃতিত্ব (যদি থাকে)
১.			
২.			
--			
১০.			

৮। উল্লেখযোগ্য গবেষণা/ প্রবন্ধ/ বই প্রকাশনার বিবরণ:

ক্রমিক	গবেষণা/ প্রবন্ধ/ বই প্রকাশনার শিরোনাম	প্রকাশক/ জার্নালের নাম, প্রকাশনার স্থান ও বছর	মন্তব্য
১.			
২.			
--			
১০.			

৯। বিশেষ কোনো পুরস্কার/ সম্মাননা পাইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ:

ক্রমিক	পুরস্কার/ সম্মাননার নাম ও প্রাপ্তির সন	পুরস্কার/সম্মাননার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য (যদি থাকে)
১.			
২.			
--			
১০.			

১০। রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি (শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য):

১১। যে ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পদক প্রদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ব্যক্তির অবদান (সংক্ষিপ্ত তবে সুনির্দিষ্ট):

১২। প্রস্তাবক পদকের জন্য তাঁহার প্রস্তাবিত সুধীর অনধিক ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত (জীবনবৃত্তান্তে বর্ণিত তথ্য সঠিকতার প্রমাণপঞ্জিসহ) প্রত্যয়নপূর্বক ছক সংলগ্ন করিবেন :

১৩। উল্লেখ করিবার মতো অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকিলে তাহার বিবরণ:

১৪। পদক প্রস্তাব প্রক্রিয়াকালীন জরুরি কোনো তথ্য ও অন্য যে-কোনো প্রয়োজনে যাহার সাথে যোগাযোগ করা যাইতে পারে এমন ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা:

নাম ও ঠিকানা:

টেলিফোন নম্বর: ফ্যাক্স নম্বর (যদি থাকে):

ই-মেইল নম্বর (যদি থাকে):

১৫। পদক বিতরণের সময় পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহার পরিবর্তে যিনি পদক গ্রহণ করিবেন তাঁহার নাম ও ঠিকানা :

নাম ও ঠিকানা:

টেলিফোন নম্বর: ফ্যাক্স নম্বর (যদি থাকে):

ই-মেইল নম্বর (যদি থাকে):

১৬। প্রস্তাব:

.....(প্রস্তাবিত ব্যক্তির নাম) সম্পর্কে উপরে প্রদত্ত তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র আমার জানামতে সঠিক। দেশ ও জাতির কল্যাণে অনন্যসাধারণ অবদান ও সামগ্রিক জীবনের অর্জন বিবেচনায় তিনি একুশে পদক পাইবার যোগ্য। আমি ২০..... সালে ..... ক্ষেত্রে তাঁহাকে একুশে পদক প্রদান করিবার প্রস্তাব করিতেছি।

তারিখ :

প্রস্তাবক মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর সচিব,
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধান/
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি/রেজিস্ট্রার,
জেলা প্রশাসক,
অথবা
স্বাধীনতা পদক/একুশে পদকে ভূষিত
প্রস্তাবক ব্যক্তির স্বাক্ষর

প্রস্তাব ছক পূরণ বিষয়ে নির্দেশিকা

ক. মন্ত্রণালয়/বিভাগ হইতে প্রস্তাবের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব প্রস্তাবে স্বাক্ষর করিবেন।

খ. প্রস্তাবের সকল পাতায় এবং সংলাগসমূহে প্রস্তাবক অনুস্বাক্ষর করিবেন।

গ. প্রস্তাব A4 সাইজের কাগজে কম্পিউটার কম্পোজ করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে এবং Nikosh Font-এ প্রস্তাবের সফ্টকপি প্রেরণ করিতে হইবে।

ঘ. প্রস্তাবিত ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র ও জন্ম সনদের ফটোকপি এবং মরণোত্তর পুরস্কারের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে মৃত্যু সনদের ফটোকপি প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে।

ঙ. প্রস্তাবক ছকের ১১ ও ১২ অনুচ্ছেদ সংক্ষেপে (অনধিক ৩৫০ শব্দ) সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করিতে হইবে। প্রয়োজনে ঐ সকল বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পৃথক কাগজে প্রস্তাবের সাথে সংলাগ আকারে প্রদান করিতে হইবে।

চ. ছকের যে-সকল বিষয় প্রস্তাবিত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয় সে-সকল বিষয়ে 'প্রযোজ্য নয়' এবং যেগুলো নাই সেগুলো 'নাই' লিখিতে হইবে।

ছ. পদকের জন্য প্রস্তাবিত ক্ষেত্রের নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

জ. ছকটি http.//www.moca.gov.bd ঠিকানা হইতে ডাউনলোড করিয়া ব্যবহার করা যাইবে।

সংলাগ-খ

প্রতিষ্ঠান প্রধানের দুই কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজ এবং দুই কপি স্ট্যাম্প সাইজ ছবি

একুশে পদকের জন্য প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য ছক

১। প্রস্তাবকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থা/ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/ ব্যক্তির নাম, পদবি, ঠিকানা এবং টেলিফোন/ ফ্যাক্স নম্বর :

২। প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের নাম:

পূর্ণ ঠিকানা:

রেজিষ্ট্রেশন নং ও রেজিস্ট্রেশনের সন:
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

প্রধান নির্বাহীর নাম:
টেলিফোন নম্বর:
ওয়েবসাইট ঠিকানা:

পদ মর্যাদা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
প্রধান নির্বাহীর ফ্যাক্স নম্বর:
ই-মেইল ঠিকানা:

৩। প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য অর্জন/অবদান/কৃতিত্ব:

৪। বিশেষ কোনো পুরস্কার/সম্মাননা পাইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ:

ক্রমিক	পুরস্কার/সম্মাননার নাম ও প্রাপ্তির সন	পুরস্কার/সম্মাননার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য (যদি থাকে)
১.			
২.			

১০.			

৫। যে ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পদক প্রদানের সুপারিশ করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে সুপারিশকৃত প্রতিষ্ঠানের অবদানের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রত্যয়নপূর্বক ছক সংলগ্ন করিবেন:

৬। উল্লেখ করিবার মতো কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকিলে তাহার বিবরণ:

৭। সংযোজিত কাগজপত্রের বিবরণ:

ক) সর্বশেষ বার্ষিক রিপোর্ট:

খ) সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

গ) সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট:

ঘ) সর্বশেষ ৫টি বোর্ড অব গভর্নর/ ডাইরেক্টর বা ম্যানেজিং কমিটির মিটিং-এর কার্যাবলি:

৮। পদক প্রদানের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণকালে জরুরি কোনো তথ্য ও অন্য যে-কোনো প্রয়োজনে যাহার সাথে যোগাযোগ করা যাইতে পারে এমন ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা:

নাম:

পদবি:

ঠিকানা:

টেলিফোন নম্বর: ফ্যাক্স নম্বর (যদি থাকে):

ই-মেইল নম্বর (যদি থাকে):

৯। **পদক বিতরণের সময় প্রতিষ্ঠান প্রধান কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহার পরিবর্তে যিনি পুরস্কার গ্রহণ করিবেন তাঁহার নাম ও ঠিকানা:**

নাম:

পদবি:

ঠিকানা:

টেলিফোন নম্বর: ফ্যাক্স নম্বর (যদি থাকে):

ই-মেইল নম্বর (যদি থাকে):

১০। **প্রস্তাব:**

.....(প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের নাম) সম্পর্কে উপরে প্রদত্ত তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র আমার জানামতে সঠিক। দেশ ও জাতির কল্যাণে অনন্যসাধারণ অবদান বিবেচনায় প্রতিষ্ঠানটি একুশে পদক পাইবার যোগ্য। আমি ২০..... সালে ..... ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটিকে একুশে পদক প্রদান করিবার প্রস্তাব করিতেছি।

তারিখ :

প্রস্তাবক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ-এর সচিব,
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধান,
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি/রেজিস্ট্রার
জেলা প্রশাসক
অথবা
স্বাধীনতা পদক/একুশে পদকে ভূষিত
প্রস্তাবক ব্যক্তির স্বাক্ষর

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়